মধুমাসের আগমনী বার্তা শোনাচ্ছে আমের মুকুল

মেহেরপুরে গাছে গাছে ফুটতে শুরু করেছে আমের মুকুল। শীতের পাতা ঝরানোর দিনগুলো পেছনে ফেলে ফাগুন মাস প্রকৃতির জীবনে নিয়ে আসে নানা রঙের ছোঁয়া।

ঘনকুয়াশার চাদর সরিয়ে প্রকৃতিকে নতুনভাবে সাজাতে, বাতাসে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে দিতে ফাগুন আসে নতুনভাবে নতুন রূপে। নতুন প্রাণের উদ্যমতা আর অনুপ্রেরণা প্রকৃতির সাথে আমাদের কৃষিকেও দোলা দিয়ে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে।

এরই মধ্যে মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গেছে আম গাছ। সোনালি হলুদ রঙের আমের মুকুলের মনকাড়া ঘ্রাণ যে কাউকে মুগ্ধ করবে, কাছে টানবে। মৌমাছির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে গুনগুন শব্দে। ছোট পাখিরাও মুকুলে বসছে মনের আনন্দে। গাছে গাছে ফুটেছে আমের মুকুল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এই মুকুলের পাগল করা ঘ্রাণ। বাতাসে মিশে সৃষ্টি করছে মৌ মৌ গন্ধ। যে গন্ধ মানুষের মন ও প্রাণকে বিমোহিত করে।

পাশাপাশি মধুমাসের আগমনী বার্তা শোনাচ্ছে আমের মুকুল। ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে ঋতুর রাজা বসন্ত। শীতের জড়তা কাটিয়ে কোকিলের সুমধুর কুহুতানে মাতাল করতে আবারও ফিরে এলো ঋতুরাজ বসন্ত।

ফুটেছে পলাশ, ফুটেছে শিমুল। ফালগুনের হাওয়ায় কৃষ্ণচূড়ায় রং লেগেছে। বসন্তের ফুলের সমারোহে ছেঁয়ে গেছে চারদিক। সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকৃতির হাতছানিতে শহর-গ্রামগঞ্জে আমের মুকুল ভরে উঠেছে। কেড়ে নিয়েছে প্রকৃতি প্রেমীদের মন। আমের মুকুল সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে জেগেছে গাছে গাছে।

এক সময়ের ডাকাতের গ্রাম এখন

প্রবাসী গ্রাম

মেহেরপুর সদর উপজেলার টেঙ্গার মাঠ। এক সময় এ গ্রামের নাম শুনলেই আঁতকে উঠত মেহেরপুরসহ আশ পাশের জেলাবাসি। গ্রামের সকলেই চুরি ডাকাতি ছিনতাই ও রাহাজানিতে জড়িত ধারনায় ভয়ে থাকতো আশপাশের জেলার মানুষ। এখন আর কেউ চুরি ডাকাতি করে না।

আত্ম শক্তিতে বলিয়ান হয়ে গ্রামের সকলেই এখন স্বাবলম্বী। গ্রামটিতে বইছে শান্তির সুবাতাস। প্রতিটি পরিবারের সদস্যই এখন প্রবাসী। এক সময়ের চোরের গ্রাম এখন প্রবাস গ্রাম হিবে চেনে আশপাশের জেলাবাসী।

মেহেরপুর জেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে টেঙ্গার মাঠ। অর্ধশত বছর আগে এখানে ছিল ধুধু মাঠ। ১৯৭৬ সালের দিকে জেলার কাজিপুর থেকে আকবর আলীসহ ৬ জন সেখানে বসতি স্থাপন করেন। অভাব অনটনের কারণে শুরু করে চুরি ডাকাতি ও ছিনতাই। শুধু দেশ নয়, ভারত থেকেও চুরি ডাকাতি করতো তারা। এলাকার কোন ডাকাতি ও গরু চুরির ঘটনা ঘটলে লোকজন খুঁজতে যেতো টেঙর মাঠে। ক্রমশঃ লোকজন বাড়তে থাকে গ্রামটিতে। সকলেই জড়িয়ে পড়েন চুরির পেশায়। এলাকার লোকজন চোরের গ্রাম আখ্যা দিয়ে কেউ আত্মীয়তা করতে চাইতো না। এমনকি ওই গ্রামের মানুষকে অন্য গ্রামের মানুষ কাজেও নিতে চাইতো না।

স্থানীয়রা জানান, ১৯৮৮ সালের দিকে তৎকালীন পুলিশ সুপার গিয়াস উদ্দীন উদ্যোগ নেন গ্রামের লেকজনকে সুপথে ফিরিয়ে আনার। সেই সাথে স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন দেখান। গ্রামের লোকজনকে খাবার ও পোশাক দেন। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সকলেই একতাবদ্ধ হন এবং যার কাছে যা আছে তা বিক্রি করে সমবায় সমিতি গঠন করে আকবর আলীকে বিদেশে পাঠায়। এভাবে গ্রামের লোকজন পর্যায়ক্রমে বিদেশ যেতে থাকে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারের লোকজন বিদেশ খেটে সাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে গ্রামের দেড় শতাধিক ছেলে বিদেশে রয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও হাঁস মুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। গ্রামে স্থাপন করা হয়েছে দৃষ্টি নন্দন মসজিদ, ঈদগাহ ও বিদ্যালয়।

এক সময় যার নাম শুনলে কোলের শিশুরা ঘুমিয়ে পড়তো সেই সাবু ডাকাত জানান, স্বাধিনতা পরবর্তী সময়ে অভাব অনটন ছিল। জমি জিরাত না থাকায় দিন মজুরী করা হতো। আবার অনেক সময় কোন কাজ পাওয়া যতে না। ফলে চুরি ডাকাতি করতে হতো। এ কারণে অনেকেই কামলা নিতো না।

এমনকি কেই আত্মীয়তা করতে চাইতো না।

গ্রামের আকবর আলী জানান, পুলিশের পরামর্শ আর নিজেদের অপরাধ বুঝতে পেরে গ্রামের সবাই একটি সমিতি করে বিদেশ যাওয়া হয়। পরে একে একে অনেকেই বিদেশ যায়। এভাবে গ্রামের অন্ততঃ দেড়শ জন বিভিন্ন দেশে রয়েছে।

আব্দুল হামিদ জানান, টেঙ্গার মাঠের বাসিন্দা পরিচয় দিলে কেই কামলা নিতো না, তাই অন্য গ্রামের নাম করে কাজ করতে হতো। শেষ মেশ গ্রামের উঠতি বয়সীদেরকে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখিয়ে বিদেশে পাঠানো হয়। বিদেশ থেকে ফিরে সকলেই এখন ব্যবসা করছেন।

সাবু ডাকাতের স্ত্রী জানান, স্বামী সন্তান চুরি ডাকাতি করার কারণে দিনে রাতে পুলিশ তাড়া করতো। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো। ক্ষণিকের জন্য স্বামী সন্তানকে দেখতে পাওয়া যেতো। এখন আর সে ভয় নেই। বেশ শান্তিতে রয়েছেন সবাই।

একই কথা জানালেন উদু চোরের স্ত্রী। তিনি আরো জানান, চুরি ডকিাতি ভাল কাজ না। কেউ ভালোবাসে না। এসব কথা স্বামী সন্তানকে বোঝানোর পরও অভাবের তাড়নায় চুরি করতো তারা। পরে ছেলেকে বিদেশ পাঠানো হয়। কেনা হয় আবাদি জমি। এখন চাষাবাদ করা হচ্ছে। ছেলে মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া হয়েছে।

কৃষক শরিফুল জানান, চোরের গ্রামের লোকজন বলে কেউ মেলামেশা করতো না। বিয়ে শাদীও হতো না অন্য গ্রামে। চোর নাম ঘোচাতে বিদেশ যাওয়া হয়। বিদেশ থেকে ফিরে এসে এখন কেউ কৃষি কাজ করছেন কেউ বা ব্যবসায়ী। এক সময়ের অভাবী গ্রাম এখন প্রবাসী গ্রাম। এ গ্রামের সকলেই এখন সাবলম্বী হয়েছে।

অপরাধ বিশ্লেষক ও মেহেরপুর জজ কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম জানান, মানুষ কেউ অপরাধী হয়ে জন্ম নেয় না। সময় পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে অপরাধী করে তোলে। সুপথে ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন পারিবারিক ও সামাজিক সহযোগিতা। আর এ সহযোগিতা পেলে সকলেই আত্ম শক্তিতে বলিয়ান হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে। তার উজ্জল দৃষ্টান্ত মেহেরপুরের টেঙ্গার মাঠের বাসিন্দারা। এক সময় যে গ্রামের লোকজন চুরি ডাকাতি করতো। তারা আজ আত্ম শক্তিতে বলিয়ান হয়ে স্বাবলম্বী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আমাকে বাঁচান- ‘মিস্টার বাংলাদেশ’র খেতাবপ্রাপ্ত–রতন কুমার পাল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আপনি কত মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বহু মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছেন। জীবনের শেষ বেলায় এসে আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে বাঁচান। অনেক কষ্টে দিন কাটে আমার। আমার কিছুই নেই। আপনি আমার পাশে দাঁড়ান। আমি যন্ত্রণার জীবন থেকে মুক্তি চাই। এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন আন্তর্জাতিক পদক জয়ী (ভারোত্তোলক) রতন কুমার পাল। তিনি ‘মিস্টার বাংলাদেশ’র খেতাবপ্রাপ্ত একজন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবীদ।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ৭০টির মতো পদক জিতেছেন এক সময়ের কৃতী ভারোত্তোলক (ওয়েট লিফটার) রতন কুমার পাল।তিনি ‘মিস্টার বাংলাদেশ’ উপাধি পাওয়া খ্যাত ২০০২ সালে হাঁটুর হাড়ে ক্ষয় রোগ দিলে অসুস্থ হয়ে পড়েন এখন শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন অলিম্পিক পদকজয়ী এই খেলোয়াড়। অসুস্থ হয়ে এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন তিনি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক পদকজয়ী এই কৃতী খেলোয়াড় দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। কেঁদে কেঁদে বাঁচার আকুতি জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে চিকিৎসা সহায়তা চেয়েছেন স্বনামধন্য এই ভারোত্তোলক।

কুষ্টিয়া শহরের রাজারহাট এলাকার হেরঙ্গ কুমার পালের ছেলে রতন কুমার পাল ১৯৮০ সাল থেকে টানা ২০০০ সাল পর্যন্ত খেলাধুলায় অংশ নিয়েছেন। এ সময় স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ মিলিয়ে প্রায় ৭০টির মতো পদক অর্জন করেন তিনি। বডিবিল্ডার হিসেবে ‘মিস্টার বাংলাদেশ’ উপাধি পান। ৬৪ বছর বয়সী এই ভারোত্তোলক এখন শয্যাশায়ী।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ভার উত্তোলন করতে করতে হাঁটুর হাড় ক্ষয় হয়ে যায় রতন কুমার পালের। ২০০০ সালের শেষের দিকে তার হাঁটুর হাড়ে ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে। ২০১০ সালে ভারতের ভেলোরে চিকিৎসা করিয়ে কৃত্রিম হাঁটু সংযোজন করা হয়। এরই মধ্যে দুবার ব্রেন স্ট্রোক করেছেন তিনি। এখন হাঁটাচলা করতে পারেন না। দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। একসময় তার পাশে হাজারো মানুষ ও ভক্তরা থাকলেও এখন খোঁজখবর নেন না কেউ।

‘মিস্টার বাংলাদেশ’র জীবনের ডায়েরিতে দেখা যায়, রাশিয়া, চীন, বুলগেরিয়া ও ভারতসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন রতন কুমার পাল। এসব প্রতিযোগিতা থেকে ১৬টি স্বর্ণপদক, ৩১টি রৌপ্যপদক, ২২টি ব্রোঞ্জপদক ও দুটি আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। পাশাপাশি অলিম্পিক পদকসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন তিনি।

‘কেমন আছেন’ জানতে চাইলে ‘ভালো নেই, ভীষণ কষ্টে আছি’ উত্তর দিয়ে কথা শুরু করেন রতন কুমার পাল। সেই সঙ্গে বলেন, কেউ আমার খোঁজখবর নেয় না।

রতন কুমার পাল বলেন, আমি ভীষণ অসুস্থ। খুবই কষ্টে আছি। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। ওষুধ কিনতে পারছি না। সংসার চলে না আমার। অথচ একদিন দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জসহ অনেক পদক পেয়েছি।

‘দেশের হয়ে অনেক পদক ও সনদ অর্জন করেছি’ উল্লেখ করে রতন কুমার পাল বলেন, এখন অসুস্থ অবস্থায় খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে বিছানায়। কৃত্রিম হাঁটু সংযোজন করা হয়েছে। চলতে-ফিরতে পারি না। ওষুধ কিনতে পারি না। এখন মনে হয় খেলা করে ভুল করেছি। এসব পদক কোনো কাজে আসছে না। সব পদক দিয়ে হলেও আমি বাঁচতে চাই।

নিজের অর্জিত সব পদক দুই হাতে উঁচু করে ধরে কাঁদতে কাঁদতে রতন কুমার পাল বলেন, একসময় আমি দুই হাত দিয়ে ১০০-১৫০ কেজি পর্যন্ত তুলেছি। দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছি। আজ হাত দিয়ে ভাত খেতে পারি না। পা দিয়ে চলতে পারি না। এর চেয়ে বড় কষ্ট পৃথিবীতে নেই।

জীবনের দুর্যোগময় সময়ে রতন কুমার পালের পাশে রয়েছেন স্ত্রী যুথিকা রানি পাল। স্বামীর চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

যুথিকা রানী পাল বলেন, আমার স্বামী আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলক। নামকরা খেলোয়াড়। বর্তমানে তিনি অসুস্থ। তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। চলাফেরা করতে পারেন না। হাত পা বাঁকা হয়ে গেছে। বিছানায় প্রস্রাব-পায়খানা সারেন। মুখে খাবার তুলে দিতে হয়। চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই আমাদের। অর্থের অভাবে দুই বছর ধরে তার চিকিৎসা বন্ধ।

তিনি বলেন, রতন কুমার সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। কিন্তু সরকারিভাবে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাইনি আমরা। বর্তমানে আমাদের সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ। সংসার চলে না। তার চিকিৎসা করানোর টাকা নেই। একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারছি না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আমাদের সহযোগিতা করুন; আপনি আমাদের বিপদে পাশে না দাঁড়ালে হয়তো আমার স্বামী বাঁচবে না। কারণ আপনি ছাড়া আমাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই।

যুথিকা রানী পাল আরও বলেন, ভার তুলতে তুলতে তার দুই পায়ের হাড় ক্ষয়ে গেছে। ২০০০ সালে তার বোনআর্থ্রাইটিস রোগ ধরা পড়ে। ভারতের ভেলোরে চিকিৎসা করে ২০১০ সালে হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট করা হয় তার। এতে ১০ লাখ টাকা খরচ হয়। চিকিৎসার পরও হাঁটতে পারেন না তিনি। এখন অসহায় জীবনযাপন করছেন।

রতন কুমার পালের ভাই গণেশ কুমার পাল বলেন, টাকার অভাবে ভাইয়ের চিকিৎসা করাতে পারছি না। তার সংসারই চলে না, কি দিয়ে চিকিৎসা করাবে? তাদের খোঁজ নেয় না কেউ। আমাদেরও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। টাকা থাকলে আমরাই ভাইকে সহায়তা করতাম। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ, আমার ভাইয়ের পাশে দাঁড়ান। আপনি পাশে দাঁড়ালে হয়তো আমার ভাই বেঁচে যাবে। কারণ তাকে সহায়তা করার কেউ নেই।

কুষ্টিয়ায় বসুন্ধরা বিটুমিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

শৈলকুপায় পুলিশের ‘ওপেন হাউজ ডে’ অনুষ্ঠিত

“মুজিববর্ষের শ্লোগান, পুলিশ হবে জনতার“-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানা চত্বরে এক ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুনতাসিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৈলকুপা সার্কেল মো: আরিফুল ইসলাম, শৈলকুপা থানা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান, পৌরমেয়র কাজী আশরাফুল আজম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবেদ আলী, নায়েব আলী জোয়ার্দার, সাব্দার হোসেন মোল্লা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসপি মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও মাদকের সাথে আমাদের কোন আপোষ নেই। সে যে দলেরই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। মাদকের সাথে পুলিশের কোনো সদস্য যদি জড়িত থাকে তাহলে তাকেও আইনের আওতায় আনা হবে। আপনারা সবাই সচেতন হোন।

সন্ত্রাস ও মাদকের এই ভয়াল ছোবল থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের ঘুমাতে দেওয়া হবে না। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

আমরা কাউকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করতে দিব না এবং আমার কোনো পুলিশ সদস্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না। আমি শৈলকুপা থানা থেকে মাদক নির্মূল এর কার্যক্রম শুরু করতে চাই। আমাদের উপর আস্থা রাখুন। আমাদের দায়িত্ব এই সোনার বাংলার মানুষকে সোনার মানুষ হিসেবে তৈরি করা।

ওপেন হাউজ ডে’র অনুষ্ঠানে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পুলিশ ও জনগণের ভূমিকা, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, ট্রাফিক সচেতনতা ও মাদক

বিরোধী আলোচনা করা হয়। সেই সাথে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যেকোন সংবাদ পুলিশকে জানিয়ে সহযোগিতার আহবান জানানো হয়।

এছাড়াও সমাজের অপরাধ দমনে পুলিশের পাশাপাশি জনগণের কি রকম ভূমিকা নেয়া উচিত সে সম্পর্কে মতামত শোনা হয়। এসময় অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণসহ প্রায় ৫০০ শতাধীক লোক উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু, কাউন্সিলর মুসা খাঁন, চাঁদ আলী মেম্বর, শহিদুল ইসলাম, শেখ সাদী, জাকির হোসেন, আফরোজা নাসরিন লিপি, মুক্তার আহমেদ মৃধা, আব্দুল আওয়াল, শামিম হোসেন, আমিরুল ইসলাম, গোলাম সরোয়ার প্রমুখ।

ঝিনাইদহে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বীরউত্তম খেতাব বাতিলের সিন্ধান্তের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে দলটির জেলা শাখা।

এতে জেলা বিএনপি আহ্বায়ক এ্যাড. এস এম মশিউর রহমান, সদস্য সচিব অ্যাড.এম এ মজিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুজ্জামান মনা, আখতারুজ্জামান, সদস্য আলাউল হক আলা, পৌর বিএনপির সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান শেখর, থানা বিএনপির সদস্য সচিব আলমগীর হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিকসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা, জিয়াউর রহমানের বীরউত্তম খেতাব বাতিলের সিন্ধান্তের প্রতিবাদ ও ঢাকায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা জানান।

মেহেরপুরের তথ্য বাতায়নে মিলছে না পূর্নাঙ্গ তথ্য!

জাতীয় তথ্য বাতায়নে মেহেরপুর জেলার তেমন কোনো তথ্যই মিলছে না। দুই-একটি তথ্য মিললেও সেটিও সীমিত পরিসরে। তাও আবার অধিকাংশ সরকারি অফিসগুলো তথ্যটিও হালনাগাদ করা নেই। বেশ কয়েক বছর আগে চলে যাওয়া কর্মকর্তার ছবি ও নম্বর এখনো দেখাচ্ছে সেখানে। দায়সারাভাবে এই ওয়েবসাইটটি পরিচালিত হওয়ায় তা তথ্য বিভ্রাটে পরিণত হয়েছে।

সরকার যখন তথ্য’র অবাদ প্রবাহ নিশ্চিত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে, ঠিক সে সময় জাতীয় তথ্য বাতায়নে তথ্য না থাকায় ক্ষোভ জানিয়েছে সুধি মহল। সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও নজরদারি না থাকার কারণে জাতীয় তথ্য বাতায়নে তথ্য’র গড়মিল। আর অদক্ষতার জন্যই সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ কেবল নাম পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সচেতন মহলের দাবি, সকল দফতরের কর্মকর্তা- কর্মচারীর নাম, ছবি, মোবাইল নম্বরসহ পূর্নাঙ্গ ঠিকানা থাকতে হবে। তা না হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছাতে বেগ পেতে হবে। সচেতন মহলের মতে, সরকারের সকল বরাদ্দ ও প্রকল্পের ব্যয়সহ সকল উন্নয়নচিত্র সংশ্লিষ্ট দফতরের তথ্যবাতায়নে দিলে কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রার পদে মাহফুজ রানা কর্মরত থাকলেও তথ্য বাতায়নে নাম রয়েছে সাবেক সাব রেজিস্ট্রার ইমরুল হাসানের। উপজেলা শিক্ষা প্রকৌশল অফিসের কোনো তথ্যই নেই। নেই মৎস্য কর্মকর্তার তথ্য। উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা ও গুদাম কর্মকতার তথ্য নেই। হাসপাতালে বদলিকৃত ডাক্তারের নাম রয়েছে তালিকায়।

এদিকে গাংনী নির্বাচন অফিসার হিসেবে রশিদুল আলমের নাম রয়েছে। তিনি বর্তমানে খোকসা উপজেলায় কর্মরত। পল্লী বিদ্যুৎ শৈলেন্দ্র নাথ পালে নাম রয়েছে তিনি বদলি হয়েছে কয়েক বছর আগে। হিসাবরক্ষণ অফিসের পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই।

গাংনী থানার তথ্যবাতায়নে দেখা যায়, ৫ বছর আগে চলে যাওয়া তৎকালীন

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদুল আলমের ছবি দেয়া রয়েছে। এখানে কোনো থানা কিংবা পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরতদের নামের তথ্য নেই। আনসার ভিডিপি কর্মকর্তাদের নামের তথ্য থাকলেও আনসার সদস্যদের নামের তালিকা নেই তথ্য বাতায়নে।

এছাড়া কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়,নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনো তথ্যই নেই বাতায়নে। ব্যাংক বীমা, মসজিদ, এতিমখানা গীর্জা, মন্দিরের কোনো তথ্যই নেই। বেশ কিছু ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব, ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই। এ অবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদাসীনতা ও অদক্ষতাকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খাঁন জানান, তথ্য বাতায়নে সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরসহ সকল তথ্য পূর্ণাঙ্গ না থাকাটা দুঃখজনক। দ্রত সময়ের মধ্যে সকল দফতরের তথ্য আপডেট করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বাসের চাকাই পিষ্ট হয়ে সপ্রাণ হারিয়েছেন মোটরসাইকেল চালক রাতুল হোসেন (২০) নামের রেডেক্স কুরিয়ার সার্ভিসের এক কর্মী নিহত হয়েছে। তিনি উপজেলার নতিডাঙ্গা গ্রামের মন্টু মিয়ার ছেলে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ-হরিণাকুণ্ডু সড়কের কাঁপাশহাটিয়া বটতলা নামক স্থানে সড়কের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মোটর সাইকেল আরোহী প্রান্ত নামে আরও যুবক আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে হরিণাকুণ্ডু থেকে ঝিনাইদহগামী খন্দকার পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস (খুলনা-মেট্রো-জ-১১-০০২৮) দুর্ঘটনা কবলিত এলাকায় সড়কের ওপর পিছন থেকে ঝিনাইদহগামী ওই মোটর

সাইকেলটিকে সজেও ধাক্কা দেয়।

এতে মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী দুই যুবক সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে। এ সময় বাসটি মোটর সাইকেলের চালক রাতুলের বুকের ওপর ও পিছনে বসে থাকা যুবক প্রান্ত‘র পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, নিহত যুবকের বুকে প্রচন্ড আঘাত লেগেছিল। প্রচুর রক্তক্ষরণে হাসপাতালে আসার পরই তার মৃত্যু হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, এ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। আর একজন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বাসচালক পলাতক রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ওই বাসটিকে জব্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে সরস্বতী পূজা উদযাপন

ভোরবেলা থেকেই বাড়িতে বাড়িত শুরু হয়ে গিয়েছে পূজার তোড়জোর। সকাল থেকেই ঘরে ঘরে উলুর ধ্বণি, শাঁকে ফুঁ। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে পালিত হয় সরস্বতী পূজা।

দেশের বিভিন্ন জেলায় এই দিনটি বসন্ত পঞ্চমী হিসেবে পরিচিত। এই দিন থেকে শীত ঋতুর অবসানে বসন্তের শুভ আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়। বসন্ত পঞ্চমী তিথিতেই ব্রহ্মার মুখ গহ্বর থেকে সরস্বতীর সৃষ্টি বলে পুরাণে বর্ণিত আছে। সেই কারণে এই দিনে সরস্বতী পূজার বিধান রয়েছে শাস্ত্রে। সরস্বতী পূজার ঠিক ৪০ দিন পরে পালিত হয় দোল উৎসব।

বাগদেবী, বিরাজ, সারদা, ব্রাহ্মী, শতরূপা, মহাশ্বেতা, পৃথুধর, বকেশ্বরী-সহ আরও অনেক নামেই দেবী ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান। সরস্বতী পূজার সময় পড়েছে ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা ৫৯ মিনিট থেকে শুরু হয়ে বেলা ১২টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত। সরস্বতী পূজার জন্য মোট ৫ ঘণ্টা ৩৭

মিনিটের সময় পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহের সদর উপজেলা বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে পূজা উদযাপন হয়। পূজা দর্শন করতে সংখ্যক লোকের ভিড় জমে। এবং পূজা উপলক্ষে বিশাল বড় মেলা বসে।